গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ
www.hsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০৪.২০২০- ২৯৪ তারিখঃ ২৮.০৭.২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে গঠিত কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ এর ৩য় সভার কার্যবিবরনী।**

সভাপতি: কাজী জেবুন্নেছা বেগম, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
সভার স্থান: সভাকক্ষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ও সময়: ২০/০৭/২০২০, বেলা ২:৩০ ঘটিকা।
সভায় অংশগ্রহনকারী কর্মকর্তাদের তালিকা সংযুক্ত।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। করোনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তাবায়ন এবং এই কমিটির ১ম ও ২য় সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত অদ্যকার সভা আহ্বান করা হয়েছে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।

১ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটি পুনর্গঠনের বিষয়ে অগ্রগতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা হয়। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়ন, স্বাস্থ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ডাক্তার, নার্সসহ অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জন্য শোক প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বেসরকারী হাসপাতাল এসোসিয়েশনের সাথে একটি মত বিনিময় সভা করা যায় কিনা সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়। কমিটি কর্তৃক প্রণীত নতুন ছকে বিভিন্ন বিভাগ হতে তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টির উপরে গুরুত্বারোপ করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের সমন্বয় বাড়ানোর বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। এছাড়াও, বিদেশ গমনইচ্ছুক যাত্রীদের কোভিড-১৯ টেস্ট এর বিষয়ে এবং বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির কার্যপরিধি ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যদের পাশাপাশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি অধ্যাপক (ডা:) সানিয়া তাহমিনা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচানান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
১।	বিগত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটি পুনর্গঠন করার বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) এর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে এবিষয়ে কার্যক্রম চলছে, শীঘ্রই পুনর্গঠিত কমিটি সংক্রান্ত আদেশ জারী করা হবে।	দ্রুত কমিটি পুনর্গঠন সংক্রান্ত আদেশ জারী করার সুপারিশ করা হয়।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
২।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন),

	বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সকল নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এর অগ্রগতির প্রতিবেদন যথাসময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	বাস্তাবায়ন তথ্য সংগ্রহ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ পূর্বক কমিটিকে অবহিত করবেন বলে সভায় সুপারিশ করা হয়।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
৩।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কাজের সমন্বয় বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে মন্ত্রণালয়ের সাথে অধিদপ্তরের সমন্বয় বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও, অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন সময়ে যে সকল কমিটি গঠন করা হয়েছে তার কার্যপরিধিসহ ইতোমধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে এ কমিটিকে অবহিত করা প্রয়োজন মর্মেও একমত পোষণ করা হয়।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত সকল কমিটির কার্যপরিধি ও তাদের কার্যক্রম অত্র কমিটিকে অবহিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।	সদস্য সচিব (বাস্তাবায়ন কমিটি), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৪।	নতুন ছকে সকল বিভাগ থেকে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত মনিটরিং রিপোর্ট (দৈনিক ও সাপ্তাহিক) এর সফট কপি hsdph1@gmail.com ই-মেইলে এবং হার্ডকপি নিলুফার নাজনীন, যুগ্ম-সচিব (জনস্বাস্থ্য) ও সদস্য সচিব (বাস্তাবায়ন কমিটি) এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	অবিলম্বে নতুন ছকে মনিটরিং রিপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।	সকল উইং প্রধান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং সদস্য সচিব (বাস্তবায়ন কমিটি)।
৫।	মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন তাদের তালিকা প্রণয়ন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে নির্ভুল তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য একটি তালিকা এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য অপর একটি পৃথক তালিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	মন্ত্রনালয়ের কোভিড-১৯ আক্রান্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা প্রশাসন অনুবিভাগ প্রণয়ন করত: তা হাসপাতাল উইং এ প্রেরণ করবে এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা সমূহের আক্রান্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা স্ব-স্ব সংস্থা প্রণয়ন করত: হাসপাতাল উইং -এ প্রেরণ করবে। হাসপাতাল উইং কর্তৃক এসকল তালিকা সমন্বয় করত: তা সংরক্ষণ ও নিয়মিত আপডেট করার ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব(হাসপাতাল উইং) এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৬।	সারাদেশে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থার যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি মারা গেছেন সে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিদের	কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন ও প্রতিনিয়ত আপডেট করা	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

	তালিকা প্রণয়ন ও তা প্রতিনিয়ত আপডেট করত: সংরক্ষণ করতে হবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। এছাড়াও, সভায় আলোচনাকালে মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য শোক বার্তা প্রদান করা প্রয়োজন মর্মেও একমত পোষণ করা হয়।	এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য শোক বার্তা প্রদান করার জন্য হাসপাতাল উইং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়।	
৭।	মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক বেসরকারী হাসপাতালের অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা তা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধির নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ও উহা বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা প্রয়োজন মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বেসরকারী হাসপাতালের অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন এবং তা কমিটিকে ও মন্ত্রণালয়ের আইন উইং কে অবহিত করবেন। আইন উইং মহামান্য হাইকোর্টের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন ফলোআপ করবেন। এছাড়াও, বেসরকারী হাসপাতালে সরকার নির্ধারিত মুল্যে অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা তা হাসপাতাল উইং থেকে ফলোআপ করার সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব(আইন উইং) এবং অতিরিক্ত সচিব(হাসপাতাল উইং), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৮।	বেসরকারী হাসপাতালের সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মনিটরিং এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। বেসরকারী হাসপাতালের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার বিষয়ে একটি কমন ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন আছে মর্মে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন। চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কার্যকর MoU Template প্রনয়ন করা প্রয়োজন মর্মেও মতামত ব্যক্ত করা হয়। তাছাড়া, বেসরকারী হাসপাতালের লাইসেন্স পরীক্ষা করা, লাইসেন্সের মেয়াদ না থাকলে তা নবায়নের জন্য নির্ধারিত সময় বেঁধে দেয়া, লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা তদারকির দায়িত্ব বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে মনিটরিং করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	বেসরকারী হাসপাতালের সাথে চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কমন ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং একটি কার্যকর MoU Template প্রণয়ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালের লাইসেন্স পরীক্ষা, স্বল্প সময়ের মধ্যে নবায়ন ও লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা তদারকীর নিমিত্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের হাসপাতাল উইং বিষয়টি ফলো আপ করবে	অতিরিক্ত সচিব(হাসপাতাল উইং), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

		মর্মে সুপারিশ করা হয়।	
৯।	কোভিড টেস্টের সংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়ে সভাপতি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, মানুষের মধ্যে ভীতি কিছুটা কমে গেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়, তাছাড়া দুই বার টেষ্ট করার বিষয়টি এখন নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে এবং নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ফি আরোপ করার কারনে পরীক্ষার সংখ্যা কমে যেতে পারে বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। সভায় আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, "নগদ" নামক একটি নন-ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টেস্টিং ফি জমা প্রদানের বিষয়টি জটিলতার সৃষ্টি করেছে, এটাও টেস্টের সংখ্যা কমে যাওয়ার আরেকটি কারণ বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। আলোচনাকালে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, শিশু, মহিলা, অসুস্থ রোগী ও বৃদ্ধদের বুথে নিয়ে স্যাম্পল প্রদান ঝুকিপূর্ণ। বাসায় এনে টেষ্ট করাতে হলে "নগদ" এর মাধ্যমে টেষ্টিং ফি জমা প্রদান করতে হচেছ। কিন্তু "নগদ" এর এজেন্টের স্বল্পতা এবং সকল এজেন্ট এর মাধ্যমে উক্ত ফি জমা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বিধায় বাসা থেকে স্যাম্পল সংগ্রহের ক্ষেত্রে জটিলটার সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষ যাতে এ সেবা সহজে পেতে পারেন সেজন্য "নগদ" ছাড়াও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সকল সহজ নন-ব্যাংকিং পদ্ধতিগুলো আছে (যেমন বিকাশ ও টেলিটক) সেগুলোর মাধ্যমে টেষ্টিং ফি জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং এতে জনগণ টেষ্টের ব্যাপারে উৎসাহী হবে এবং বিষয়টি সহজ করা সম্ভব হবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।	"নগদ" এর পাশাপাশি বিকাশ ও টেলিটক এর মাধ্যমে টেষ্টিং ফি জমা নেয়ার বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সুপারিশ করা হয়। এ বিষয়ে হাসপাতাল উইং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব(হাসপাতাল উইং), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১০।	এন্টিবডি টেস্টের বিষয়ে অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে উল্লেখ করা হয় যে, কোন ব্যক্তি পূর্বে সংক্রমিত হয়ে তার শরীরে এন্টিবডি তৈরি হয়েছে কিনা তা জানার জন্য এন্টিবডি টেষ্ট করা আবশ্যক। এতে সামাজিক ও মানসিক উৎকণ্ঠা কমবে। কাজেই জরুরী ভিত্তিতে এন্টিবডি টেষ্টের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	এন্টিবডি টেষ্ট চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত হাসপাতাল উইং যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন মর্মে সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং) ও মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১১।	বিদেশগামী যাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে কোভিড-১৯ টেষ্টের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	বিদেশগামী যাত্রীদের নন-কোভিড সার্টিফিকেট	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল উইং)

	আলোচনাকালে উল্লেখ করা হয় যে, এমিরেটস এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ তাদের মতো করে কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান থেকে টেষ্ট করানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপরদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রায় ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোভিড-১৯ টেষ্ট করানোর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যাত্রীদের হয়রানি লাঘবের লক্ষ্যে কোভিড টেস্টের জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল বা ল্যাবের তালিকার দ্বৈততা পরিহার করা আবশ্যক বিধায় সরকার অনুমোদিত ল্যাব থেকে নন-পজিটিভ সার্টিফিকেট গ্রহণ করার জন্য বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	গ্রহণের নিমিত্ত সরকার অনুমোদিত ল্যাব/হাসপাতাল থেকে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত টেষ্ট করানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা যায়।	ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১২।	বেসরকারী হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সমস্যা নির্ধারণ এবং বিদ্যমান সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনার জন্য ১ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেসরকারী হাসপাতাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সাথে সভা করা যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ধরণের একটি সভা আহ্বান করা হলে তা ফলপ্রসূ হবে বলে সকলে মত প্রকাশ করেন। সচিব মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমে সভা করা যেতে পারে মর্মে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।	সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এবং সচিব মহোদয়ের সুবিধাজনক সময়ে বেসরকারী হাসপাতাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সাথে সভা করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল অনুবিভাগ) ও সদস্য সচিব করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে গঠিত কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ।

অত:পর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত
তারিখঃ ২৮.০৭.২০২০খ্রিঃ
(কাজী জেবুন্নেছা বেগম)
অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ)
ও সভাপতি
করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ
এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে গঠিত
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ

স্মারক নং-৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০৪.২০২০-২৯৫ তারিখঃ ২৮.০৭.২০২০ খ্রিঃ

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যার্থেঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্ম-সচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

(নিলুফার নাজনীন) ২৬/৭/২০২০
যুগ্মসচিব(জনস্বাস্থ্য) ও সদস্য সচিব
করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ
এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরার লক্ষে গঠিত
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ